ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৪৮ ● কলকাতা ● ০৬ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● বুধবার ● ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

প্রমাণ দিলে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে দেব'! এবার খোলা চ্যালেঞ্জ মমতার!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গতকাল বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পরেই তৃণমূল সরকারকে একহাত নিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । আজ বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সময় নাম না করেই নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ককে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি যখন কাগজ ছিঁড়েছিলাম, সেই সময় আমি একা ছিলাম। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, আমায় একটা কথা বলতে দিত না। অথচ আমাদের ৩৯% ভোট ছিল। একটা বক্তব্য রাখতে দেওয়া হতো না। একটা প্রশ্ন করতে দেওয়া হতো না। ওটা বাধ্য হয়েই করতে হয়েছিল'।

মমতার কথায়, 'বর্তমানে তো সেই পরিস্থিতি নেই। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রত্যেককে বলতে দেওয়া হয়। তবে শুধুই বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হলে আর কী বা বলা যেতে পারে'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কথা বলাও একটা শিল্প। বক্তৃতা মানে কাউকে আঘাত করা, সাম্প্রদায়িকভাবে ভাগ করে

এরপর ৩ পাতায়

সাত মাসের এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষীর মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সাত মাসের এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষীর মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। মঙ্গলবার বিকেলে রায় শোনাল কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। বস্তুত, আদালতের এই নির্দেশ নজিরবিহীন। কারণ, নির্যাতিতার মৃত্যু হয়নি। যদিও আদালতের পর্যবেক্ষণ, যে ভাবে সাত মাসের একটি শিশুকন্যাকে অত্যাচার করা হয়েছে, তা বিরলের মধ্যে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নয়টি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
পাঁচটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে
অশোক পাবলিশিং হাউসে

মনে পড়ে
কলেজ স্ট্রিট
দিব্যজ্ঞান
প্রকাশনী হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

BHABANI CHILD INSTITUTE
Estd.: 1993
ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

মাদক বা মৃত্যু সব সমস্যার সমাধান নয়: ইমরান খানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অভিনেতা বলেন- কলকাতায় এখনও সংস্কৃতি এবং শিষ্টাচার জীবিত

কলকাতা। ইন্তেহা প্যায়ার কি, সঙ্গম হোকে রাহেগা, কর্মবীর, মহব্বত কা সফর, বিগ ব্রাদার, হিরোইন, সূর্যবংশম, খিলাড়িওঁ কা খিলাড়ি, হাওয়া, দিল তো বাচ্চা হ্যায় জি, শহীদ ভগত সিং-এর মতো চলচ্চিত্র এবং তারা, দাস্তান, পরম্পরা, আজনবী, নাগিন, চাঁদনী, আশীর্বাদ, অস্তিত্ব, আম্মা জি কি গালি, জিনি অর জিজু এবং আই লাভ মাই ইন্ডিয়ার মতো কয়েক ডজন টিভি সিরিয়ালের অভিনেতা ইমরান খান, কলকাতার সফরে ছিলেন, ইমরান খান বলেন, কলকাতা শহরের প্রাণবন্ততা দেখে আমি মুগ্ধ। অভিনেতা ইমরান খান এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এবং এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন যে, চলচ্চিত্র হোক বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে, সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সাফল্য কোনও থালায় রাখা খাবার নয় যা মুখে তুলে নিলেই তুমি স্বাদ নিতে পারবে। যারা শর্টকাট পথে সাফল্য না পেয়ে কাঁদেন এবং মাদক বা মৃত্যুর পথ বেছে নেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে মাদক বা মৃত্যু সমস্যার সমাধান নয়, বরং সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সাথে লড়াই করতে হবে। এক প্রশ্নের জবাবে অভিনেতা ইমরান খান স্বীকার করেছেন যে চলচ্চিত্র জগতে এমন অনেক লোক আছেন যারা কিছু সুবিধা অর্জনের জন্য রাজনীতির আশ্রয় নেন। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছেন যারা কখনও এমন আপস করেন না। ইমরান খান বলেন, আজকের ব্যস্ততার জগতে আমরা অনেক কিছু হারাচ্ছি কিন্তু আনন্দের শহর অর্থাৎ কলকাতায়, শিষ্টাচার ছাড়াও, প্রতিটি জিনিস এবং সংস্কৃতি সবার মন জয় করে। জয় নগরী সকলকে সম্মান করতে জানে এবং এখানে এখনও একটি মহান সংস্কৃতি বিদ্যমান এবং আমি এখানে আসতে পেরে খুব খুশি।

ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া (ডব্লুএফআই) - ২০২৫ -এ চতুর্থ পর্ব সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে আবাসিক কমিশনারদের সঙ্গে গোল টেবিল আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

আবাসিক কমিশনার এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক (এমওএফপিআই) ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সকাল সাড়ে ১১ টায় এক গোল টেবিল আলোচনার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন এফপিআই- এর সচিব সুব্রত গুপ্ত। এই গোল টেবিল বৈঠকে ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া ২০২৫ নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সহযোগিতার সম্ভাব্য দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এফপিআই- এর অতিরিক্ত সচিব শ্রী মিনহজ আলম বৈঠকের শুরুতে জানান, এই অনুষ্ঠান রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সামনে তাদের সম্ভাবনার নানান দিক তুলে

এরপর ৬ পাতায়

দ্বিপাক্ষিক আর্থিক সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে ভারত-কাতার যৌথ বাণিজ্য ফোরামের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

কাতারের আমির মাননীয় শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানি-র ভারত সফরকালে ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লিতে ভারত-কাতার যৌথ বাণিজ্য ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারত ও কাতারের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন (ডিপিআইআইটি) দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে এই বৈঠকের আয়োজন করেছিল ভারতীয় শিল্প মহাসঙ্ঘ। ১৮ ফেব্রুয়ারি যৌথ বাণিজ্য ফোরামের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং কাতারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শেখ ফয়জল বিন থানি বিন ফয়জল আল থানি।

এই যৌথ বাণিজ্য ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল বিকশিত ভারতের অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে ৩০-৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন। ভারত ও কাতারের মধ্যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি এআই, কোয়ান্টাম, কম্পিউটিং, সেমিকন্ডাক্টর প্রভৃতির মতো ক্ষেত্রে দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন।

তাঁর ভাষণে শ্রী গোয়েল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিপদ বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জ, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করেন। উদ্ভাবন এবং আগামী দিনে শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ কর্মীগোষ্ঠীও গড়ার প্রস্তাব দেন শ্রী গোয়েল।

কাতারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী মাননীয় শেখ ফয়জল বিন থানি বিন ফয়জল আল থানিও একই সুরে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে মজবুত করার বার্তা দেন। কাতারের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার দেশ হল ভারত। তিনি কাতারে বিনিয়োগের জন্য ভারতীয় লগ্নিকারীদের কাছে আবেদন জানান।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী জিতিন প্রসাদ বলেন, গত এক দশকে ভারতে ৭০৯ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে। মহাকাশ প্রযুক্তি থেকে শুরু করে কৃষি সহ বিভিন্ন শিল্পে ১,৫৫,০০০-এর বেশি স্টার্টআপ-এর কথা উল্লেখ করেন তিনি।

ভারত-কাতার যৌথ বাণিজ্য ফোরামে ব্যবসায়ী, নীতি নির্ধারক এবং শিল্প বিশেষজ্ঞরা দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় শিল্প মহাসঙ্ঘ (সিআইআই)-এর প্রেসিডেন্ট শ্রী সঞ্জীব পুরি শক্তি সুরক্ষা, কৃষি, স্টার্টআপ পরিমণ্ডল এবং দক্ষতা উন্নয়ন সহ আর্থিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরেন।

(১ম পাতার পর)

সাত মাসের এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষীর মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত

বিরলতম অপরাধ।ডিসি (উত্তর) দীপক সরকার বলেন, ''সাত মাস বয়সি একটি শিশুর উপর নৃশংস অত্যাচারের খবর পেয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি অভিযুক্তকে ধরতে। তিন-চার দিন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছি আমরা। নির্যাতিতার পোশাকে পাওয়া অপরাধের বিভিন্ন নমুনার সঙ্গে অভিযুক্তের ডিএনএ মিলে গিয়েছে। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পেয়ে আদালতের মনে হয়েছে, এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা।'' তিনি আরও বলেন, ''সাত মাসের ওই শিশুটি এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। জানি না, সে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে কি না। তবে তার উপর যে নৃশংস অত্যাচার হয়েছে, সেই অপরাধের ন্যায়বিচার আমরা ৭৮ দিনের মধ্যে এনে দিতে সক্ষম হয়েছি।''ঘটনার ৮০ দিনের মধ্যে দোষীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি নির্যাতিত শিশুটির পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলেছে আদালত। বিচারক ইন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায় মিত্র আসামিকে পকসো আইন ছাড়াও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১৮, ১৩৭ (২), ১৪০ (১), ১৪০ (৪) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

গত ৩০ নভেম্বর বড়তলা থানায় শিশু নিখোঁজের অভিযোগ জানিয়েছিলেন ফুটপাথবাসী এক দম্পতি। কয়েক ঘণ্টা পরে ওই ফুটপাথ থেকেই শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। তার পর গত ৪ ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনার ২৬ দিনের মাথায় আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। রাস্তার একাধিক সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে যুবককে চিহ্নিত করেছিলেন তদন্তকারীরা। সোমবার আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। অভিযুক্তের নাম রাজীব ঘোষ। লালবাজার সূত্রে খবর, ওই যুবকের বয়স ৩৪। তাঁর বাড়ি ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর এলাকায়। নিগৃহীত শিশুটি এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার যৌনাঙ্গে একাধিক ক্ষতচিহ্ন ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছিল পুলিশ। হাসপাতালে প্রাথমিক পরীক্ষায় যৌন নির্যাতনের প্রমাণও পাওয়া যায়।

এই ঘটনায় সোমবার সরকারি আইনজীবী আদালতের বাইরে বলেছিলেন, ''অজস্র সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আমরা দেখেছি। আরজি কর হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এসেছিলেন শারীরিক পরীক্ষার জন্য। সেই চিকিৎসকও জানিয়েছেন, এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। যে ভাবে ওইটুকু শিশুর উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তা ভাবা যায় না। আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।''

বড়তলার ফুটপাথের যেখানে শিশুটিকে পাওয়া যায়, সেখান থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরেই তার বাবা-মায়ের বাস। ঘটনার দিন শিশুটিকে রেখে তাঁরা কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সময়ে শিশুটিকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩৭(২), ৬৫(২) এবং শিশু সুরক্ষা আইনের (পকসো) ৬ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে। ১৩ পাতার চার্জশিট আদালতে জমা দিয়েছিল পুলিশ। তার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিশেষ পকসো কোর্টে বিচারপ্রক্রিয়া চলে। একাধিক ব্যক্তির সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। সোমবার ধৃত রাজীবকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।রায় ঘোষণার পরে সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''এই রায় ঐতিহাসিক। কলকাতা পুলিশ আজ ইতিহাস তৈরি করল। কারণ, এই ঘটনায় নির্যাতিতার মৃত্যু হয়নি। সে ক্ষেত্রে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আমি সওয়ালে বলি, ৬৫ (২) ধারায় এবং ৬ ধারায় মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়নি যে নির্যাতিতার মৃত্যু হতে হবে। এখানে নির্যাতিতা অসুস্থ। সে যদি সুস্থ হয়ে ফিরেও আসে, সারা জীবন তাকে যন্ত্রণা বহন করতে হবে। এটা আদালতের কাছে বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধ।''

সুস্থিতি, প্রযুক্তি, উদ্যোগমুখীতা ও শক্তিক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও কাতারের ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে : কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

সুস্থিতি, প্রযুক্তি এবং উদ্যোগমুখীতা ও শক্তিক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও কাতারের ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে বলে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল মন্তব্য করেছেন। তিনি আজ নতুন দিল্লিতে ভারত-কাতার বিজনেস ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখছিলেন। কাতারের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ ফয়জাল বিন থানি বিন ফয়জাল আল থানি এই অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী গোয়েল বলেন, দু'দেশের অংশীদারিত্বের মূল ভিত্তি হল পারস্পরিক আস্থা, বাণিজ্য ও ঐতিহ্য। বাণিজ্যের শর্তাবলী এখন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। জ্বালানি বাণিজ্য থেকে শুরু করে আজ তা কৃত্রিম মেধা, ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), কোয়ান্টাম কম্পাটিং, সেমি-কন্ডাক্টর প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিস্তৃত। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি, বিশ্বজুড়ে স্থানীয়করণের ঝোঁক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বও এখন পরিবর্তনের অনুসারী।

ভারত ও কাতার একে অপরের পরিপূরক। এক উন্নত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে দুই দেশ একযোগে কাজ করতে পারে বলে শ্রী গোয়েল

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

প্রমাণ দিলে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে দেব'! এবার খোলা চ্যালেঞ্জ মমতার!

দেওয়া নয়'।

একটা ধর্মকে বিক্রি করে তো খাচ্ছেন'! মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। গতকালের পর আজও বিধানসভার বাইরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তৃণমূল সরকারকে সাম্প্রদায়িক বলে তোপ দাগেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মদতেই পশ্চিমবঙ্গের বুকে জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত। সেই মন্তব্যের পাল্টা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জোর গলায় বলেন, 'আমার সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পর্ক রয়েছে? প্রমাণ দিলে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে দেব'।

মমতা জানান, রাজ্যের বিরোধী দলনেতার এহেন মন্তব্যের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি চিঠি লিখবেন। একইসঙ্গে বলেন, এই রাজ্যে মাফিয়াদের কোনও স্থান নেই। 'দাঙ্গাকারী, সন্ত্রাসকারীদের আমরা স্থান দিই না', বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা আরও বলেন, 'ওদের নাকি বলতে দেওয়া হয় না! আর কত বলবেন?' তাঁর কথায়, 'আপনারা আবার বড় বড় কথা বলেন কী করে! একটা ধর্মকে বিক্রি করে তো খাচ্ছেন! মনে রাখবেন, আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি'।

গতকাল বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কাগজ ছুঁড়ে মারার অভিযোগ ওঠে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর বিরুদ্ধে। যার জেরে শুভেন্দু, অগ্নিমিত্রা সহ চারজন বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নন্দীগ্রামের বিধায়ক বলেন, বাম আমলে তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিধানসভায় কাগজ ছিঁড়েছিলেন। এদিন সেই ঘটনা নিয়েও মুখ খোলেন মমতা।

সম্পাদকীয়

রাজ্য সঙ্গীতকে রবীন্দ্রপথে ফেরানোর নির্দেশিকা দিল নবান্ন,

বদলে হয়েছিল 'বাংলা'। আবার তা বদলে হল 'বাঙালি'। অর্থাৎ, 'বাংলা' ফিরে এল 'বাঙালি'তে।

নির্দেশিকায় মুখ্যসচিব 'বাধ্যতামূলক' ভাবে কিছু না বললেও তিনি উল্লেখ করেছেন, জাতীয় সঙ্গীত বা রাজ্য সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার সময়ে সকলে উঠে দাঁড়ালে তা 'উৎসাহব্যঞ্জক' হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার সময়ে উঠে দাঁড়ানো কিংবা না-দাঁড়ানো নিয়ে দেশে ২০১৬ সালে কম বিতর্ক হয়নি। সে বছর সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশে বলা হয়েছিল, প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক। তাদের পর্যবেক্ষণে দেশের শীর্ষ আদালত বলেছিল, তিন ঘণ্টার সিনেমা দেখতে যাঁরা যাবেন, তাঁরা ৫২ সেকেন্ড জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পারবেন না কেন? সেই নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার পরে বেঙ্গালুরু থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার সময়ে কেউ কেউ উঠে না দাঁড়ানোয় তাঁদের গণধোলাই খেতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত, আইন বলছে, সংবিধানের ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করা যাবে না। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার সময়ে উঠে না-দাঁড়ানো অবমাননা কি না, সে প্রসঙ্গে আইনে কিছু বলা নেই।

সুপ্রিম কোর্টের ২০১৬ সালের ওই নির্দেশ ২০১৮ সালে খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালতেরই বৃহত্তর বেঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের নির্দেশিকাতেও রাজ্য সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার সময়ে উঠে দাঁড়ানো 'বাধ্যতামূলক' বলা হয়নি। বলা হয়েছে, 'উঠে দাঁড়ালে ভাল'। রাজ্য সরকার ২০২৩ সালে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করিয়ে জোড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এক, পয়লা বৈশাখকে 'রাজ্য দিবস' হিসাবে পালন করা হবে। এবং দুই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি হবে পশ্চিমবঙ্গের 'রাজ্য সঙ্গীত'।কিন্তু সে বছরের ডিসেম্বরে রাজ্য সঙ্গীতের কথা বদল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। সেই বিতর্কের নিরসন হয়েছে। সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটির কোন স্তবকটি গাওয়া হবে। কত সময়ের মধ্যে সেটি গাওয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। এ-ও বলা হয়েছে যে, রাজ্য সঙ্গীত চলাকালীন উঠে দাঁড়ালে ভাল।

রাজ্য সঙ্গীত সম্পূর্ণ করার জন্য এক মিনিট সময় বেঁধে দিয়ে মুখ্যসচিবের নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হবে, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল- পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন— এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান'।২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে যে গান বাজানো হয়েছিল, তাতে মূল গানের কথার সঙ্গে ওই গানের কথার ফারাক ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল গানটির শব্দে ছিল, 'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন...' (যা নতুন নির্দেশিকায় রয়েছে)। কিন্তু নেতাজি ইন্ডোরে সে দিন বেজেছিল, 'বাংলার প্রাণ বাংলার মন, বাংলার ঘরে যত ভাই বোন...'। তা নিয়ে বিস্তর সমালোচনাও হয়েছিল। নতুন নির্দেশিকায় সেই 'বাংলা' ফের 'বাঙালি' হল।

রবীন্দ্রনাথের লিখিত গানের কথা কেন বদল করা হল, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হতে থাকে। যদিও সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও ব্যাখ্যা সেই সময়ে মেলেনি। তবে শাসকদলের অনেকে একান্ত আলোচনায় একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বাংলায় বাঙালি বাদ দিয়েও অন্যেরা থাকেন। তাঁরা বাঙালি না-হলেও বাংলার মানুষ। সে কারণেই ওই বদল করা হয়েছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বিকৃত' করা যায় কি না, সেই প্রশ্ন তাঁরাও তুলেছিলেন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ জমানায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখেছিলেন। এখন যখন বাংলাদেশ নানাবিধ কারণে ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে চলেছে, প্রতিনিয়ত যখন ওপার বাংলায় মৌলবাদীরা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশের নাম বিভিন্ন স্থাপত্য থেকে মুছে দিতে চাইছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ ফিরল রবীন্দ্রনাথের আদত কথাতেই। সময়ের নিরিখে এটি 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে অভিমত অনেকের।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একচল্লিশতম পর্ব)

লক্ষ্মীপুজো।

অলক্ষ্মীকে গোবরের পুতুল মতো করে মূল মন্দিরের বাইরে রাখা হয়। তারপর মন্দিরের সেবায়েত হালদার বংশের সকলকে লক্ষ্মীপুজোয় অংশগ্রহণ করতে হয়।

কালীঘাটে বামাচারী কাপালিক ও অঘোরপন্থীদের দাপটের সময় কালীপুজোর রাতে লক্ষ্মীপুজো বলে কিছু ছিল না। শুধু কালীপুজোই হত। কালীঘাটে যুগযুগান্ত ধরে কালীপুজোর রাতে কালীপুজোই হয়ে এসেছে।

মন্দিরের সমস্ত ক্ষমতা ভবানীদাস চক্রবর্তীর হাতে আসার পর তিনিই কালীপুজোর রাতে বিশেষ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

সুস্থিতি, প্রযুক্তি, উদ্যোগমুখীতা ও শক্তিক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও কাতারের ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে : কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল

মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে দুই দেশ সহমত হয়েছে। কাতারি বিজনেসমেন অ্যাসোসিয়েশন (কিউবিএ) ও কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই) এবং ইনভেস্ট কাতার ও ইনভেস্ট ইন্ডিয়ার মধ্যে দুটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে যৌথ কর্মীগোষ্ঠী রয়েছে, তা এখন থেকে মন্ত্রী পর্যায়ের হবে বলে তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যে কোনো বড় দেশ বা বিশ্বজনীন মঞ্চ – ভারতের প্রতি সবারই এখন সুগভীর আস্থা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করে শ্রী গোয়েল এই চেতনা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে একযোগে কাজ করতে ব্যবসা জগতের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারতে একটি প্রাণবন্ত অর্থনীতি ও তরুণ জনগোষ্ঠী সহ সমৃদ্ধ জনবিন্যাস রয়েছে। সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ সৃষ্টির ওপর লক্ষ্য রেখে ব্যবসার প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কারসাধন করা হয়েছে। এখানকার শিল্প বিপ্লবের মূল কেন্দ্রে রাখা হয়েছে গুণমানকে। ভারত আজ সুস্থিতি, যুক্তিপূর্ণ সমাধান ও ধারাবাহিকতার এক মরুদ্যানে পরিণত হয়েছে। ভারতের উৎপাদন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, ছোট শহরগুলির বিস্তার এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য শ্রী গোয়েল কাতারের কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানান। কাতারের 'ভিশন, ২০৩০' এবং ভারতের 'বিকশিত ভারত, ২০৪৭' একযোগে দু'দেশের নাগরিকদের জন্য এক বৃহৎ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এভাবে একজন থেকে অন্যজনের মুখে ছড়িয়ে পড়ে ষোল সোমবারের ব্রতকথা এবং বলা হয় যে মানুষ নিষ্ঠা ভরে এই ব্রত পালন করে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিষয় গবেষণা করে, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে নিজের উপলব্ধির কথা আজ তুলে ধরছি এই লেখাতে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আমরা আছি বলেই বাংলা এখনও শান্ত, আপনারা তো উসকানি দিয়েছেন', বিজেপিকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সাত মাস ধরে বাংলাদেশে অশান্তি, নৈরাজ্য। এ রাজ্যেও বাংলাদেশের সেই পরিস্থিতিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে হিংসায় উসকানি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপিকে তুলোধোনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মমতা দাবি করলেন, 'আমরা আছি বলেই রাজ্যটা এখনও শান্ত।'মমতা এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা আছি বলে দেশের কোনও ব্যাপারে বাংলা প্রশ্ন তোলে না। আপনারা আমায় জঙ্গিদের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন। আমার মরে যাওয়া ভালো। আমি চাই সব দেশ ভাল থাকুক, বাংলাদেশ ভাল থাকুক।"

মঙ্গলবার সরস্বতী পুজো নিয়ে বিজেপির করা অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির বিভাজন রাজনীতিকে তুলোধোনা বাংলা এখনও শান্ত আছে। বাংলাদেশ এই পরিস্থিতির পরও তার আঁচ রাজ্যে পড়েনি। এটা সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাংলা। এটা সব ধর্মের দান। এটা সব জাতির মানুষের দান।" এর পরই শুভেন্দুকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, "আপনারা তো বর্ডারে গিয়ে উসকেছিলেন। বাংলার মানুষকে উসকেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন বাংলাটা দেশের মধ্যেই, দেশের বাইরে নয়।"মমতার কথায়, "বাংলা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে করিয়েছেন, বাংলার সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকা যুক্ত। বাংলা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশপথ। বাংলা সিকিমের প্রবেশপথ। বাংলা ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক দুই নিরাপত্তার জন্যই বাংলা গুরুত্বপূর্ণ।" মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এ হেন রাজ্যকে 'উসকানি' দিয়ে অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার নবম বার্ষিকী

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

ভারতে কৃষকদের ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, নবম বার্ষিকী পূর্ণ করছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬ সালে এই প্রকল্পের সূচনা করেন। অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতিতে এই প্রকল্প এক সর্বাত্মক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এই রক্ষাকবচ কেবলমাত্র চাষীদের আয়ের স্থিতাবস্থা বজায় রাখে তাই নয়, তাদের উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণেও উৎসাহ দেয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় ফসলবীমা কৃষকদের কাছে ঝুঁকি নিরসনের এক অন্যতম হাতিয়ার। শিলাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভারী ও অসময়োচিত বৃষ্টি, রোগজনিত বা পোকামাকড়ের আক্রমণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতিতে কৃষকদের আর্থিক সাহায্য জোগানোই এর লক্ষ্য।

এই প্রকল্পের সামর্থ্য ও সফলতার দিক প্রত্যক্ষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৫-এর জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনা চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়। সেইসঙ্গে জলবায়ু ভিত্তিক ফসলবীমা যোজনা পুনর্গঠিত করে তা ২০২৫ - ২৬ পর্যন্ত চালু রাখতে ৬৯,৫১৫.৭১ কোটি টাকার মোট বাজেট বরাদ্দও করা হয়।

পুনর্গঠিত জলবায়ু ভিত্তিক ফসলবীমা যোজনা (আরডব্লুবিসিআইএস) একটি জলবায়ু সূচক ভিত্তিক প্রকল্প যা প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনার (পিএমএফবিওয়াই)সঙ্গেই চালু করা হয়েছিল। পিএমএফবিওয়াই এবং আরডব্লুবিসিআইএস- এর মধ্যে মূলগত পার্থক্য হল এটা কৃষকদের নিজেদের দেওয়া ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপনের একটি পদ্ধতিগত দিক।

প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক দিক, যেমন উপগ্রহ চিত্র, ড্রোন, মানববিহীন আকাশযান এবং রিমোট সেন্সিং। এই সমস্ত যান্ত্রিক ব্যবহার এলাকা ধরে ফসলের উৎপাদনভিত্তিক কোনও বিতর্ক নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। সেইসঙ্গে উৎপাদিত ফসলের

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া (ডব্লুএফআই) – ২০২৫ –এ চতুর্থ পর্ব সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে আবাসিক কমিশনারদের সঙ্গে গোল টেবিল আলোচনা

ধরার এক মঞ্চ করে দেবে। দেশ ও বিদেশের ব্যবসায়িক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ সহ দ্রব্য সরবরাহকারী, ক্রেতা এবং যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রদানকারীদের চিহ্নিত করা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মূল্য শৃঙ্খলে উৎসাহীদের যুক্ত করার ক্ষেত্র তার মধ্যে দিয়ে তৈরি হবে।

মূল ভাষণে এফপিআই-এর সচিব শ্রী সুব্রত গুপ্ত আবাসিক কমিশনার এবং প্রতিনিধিদের জানান, বৃহদায়তন এই ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া ২৫-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এবারের এই আয়োজন অন্যান্য বারের থেকে আরও বড় আকারে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, উৎপাদন ভিত্তিক অনুদান প্রকল্প (পিএলআইএস), প্রধানমন্ত্রী মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজের আনুষ্ঠানিকরণ (পিএমএফএমই) এবং প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনা সহ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে গৃহীত প্রকল্পগুলিকে এতে যুক্ত করা হবে। যাতে ভারতে গ্লোবাল ফুড প্রিন্ট বাড়ানো যায় এবং সমস্ত ক্ষেত্র ধরে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং মূল্য সংযোজন ঘটে। তিনি আরও বলেন, এই অনুষ্ঠানে সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত অংশীদারদের সমন্বিত প্রয়াস দরকার। পূর্ণ সম্ভাবনার দিকটিকে তুলে ধরতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের সামগ্রিক শক্তি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এই অনুষ্ঠানকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরতে এবং তার সার্বিক সফলতার লক্ষ্যে তিনি সকলকে মতামত জানাতে অনুরোধ করেছেন।

আবাসিক কমিশনাররা সহ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা, ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া ২০২৫ – এ সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অনুরূপ পণ্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিমন্ডল সহ এমএসএমই-র সাহায্যকারী ভূমিকা নিয়ে কিছু কিছু মতামত আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এফপিআই-এর যুগ্ম সচিব শ্রী ডি প্রবীণ, তাঁর সমাপ্তি ভাষণে ভারতের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের পূর্ণ শক্তিকে তুলে ধরতে মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে এই জাতীয় এক বিরাট আকারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বাধিক করতেও উদ্যোগ নিতে বলেছেন। তিনি আরো বলেন, এই অনুষ্ঠান প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজ্য সফর করা হবে। সেইসময় শিল্প ও অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ থাকবে। শিল্পের নানা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পাশাপাশি ব্যবসায় স্বাচ্ছন্দ্যবিধানও যাতে সম্ভব হয় তা দেখা হবে।

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার নবম বার্ষিকী

নিরূপন, ক্ষয়ক্ষতির হিসেব, ফসল কাটার পরিকল্পনা, ক্লাস্টার গড়ে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। এর ফলে হিসেবের স্বচ্ছতা বিধান সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে যথাযথ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের ভিত্তিতে সময় বেঁধে দাবিদাওয়া মেটানো যায়।

জাতীয় ফসলবীমা পোর্টাল (এনসিআইপি)- এ CCE-Agri App –এর মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের পরিসংখ্যান এবং ফসল কাটার অভিজ্ঞতা সরাসরি আপলোড করা যায়। বীমা কোম্পানিগুলিও যাতে সিসিই পরিচালনা ব্যবস্থা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং এনসিআইপি-র সঙ্গে রাজ্যের ভূমি ভিত্তিক রেকর্ডকে যুক্ত করতে পারে তার সংস্থান থাকে।

সময় ধরে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দাবিদাওয়ার যথাযথ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে YES-TECH (Yield Estimation System Based on Technology) এর ব্যবহার শুরু হয়েছে অংশীদার এবং কারিগরি পরামর্শ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে ২০২৩-এর খরিফ মরশুম থেকে। ইয়েস – টেক প্রযুক্তি ভিত্তিক ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে সহায়ক এবং পিএমএফবিআই-এর অধীন বীমার দাবি মেটাতে তা সাহায্য করে। ম্যানুয়াল পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমাগত কমিয়ে এনে যন্ত্র নির্ভর আধুনিক কারিগরি পদ্ধতি গ্রহণ করাই এর উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পের সুবিধাগত দিকগুলির অন্যতম হল সাশ্রয়ী প্রিমিয়াম। কৃষকদেরকে খরিফ ফসল এবং তৈলবীজে ২ শতাংশ অর্থ প্রিমিয়াম হিসেবে দিতে হয়। রবি ফসল এবং তৈল বীজের ক্ষেত্রে ১.৫ শতাংশ। এছাড়া বার্ষিক বাণিজ্যিক বনজ শস্যের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ। অবশিষ্ট প্রিমিয়াম সরকার ভর্তুকি হিসেবে দেয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ খরা বা বন্যা, পোকামাকড়ের আক্রমণ বা ফসলের রোগজনিত কারণ, উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে শিলাবৃষ্টি বা ভূমি ধসজনিত ক্ষয়ক্ষতির কারণসমূহ। এর উল্লেখযোগ্য দিক হল পিএমএফবিওয়াই, উৎপাদিত মরশুমি ফসলের ক্ষেত্রে দাবিদাওয়া নিষ্পত্তির ২ মাসের মধ্যে করে থাকে, যাতে করে কৃষকরা ক্ষয়ক্ষতির টাকা দ্রুত পেতে পারেন এবং তারা যাতে ঋণের জালে আটকে না পড়েন সেই দিকটাও দেখা। যথাযথ দাবিদাওয়া নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ব্যবহার সহায়ক হয়েছে। উপগ্রহ চিত্র, ড্রোন, মোবাইল অ্যাপ প্রভৃতির মাধ্যমে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির যথাযথ মূল্যায়ন এবং দাবিদাওয়া মেটানো সুনিশ্চিত করা গেছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফসল বোনায় বিধিনিষেধ রয়েছে, যেমন নোটিফায়েড এলাকায় বীমার অধীন কৃষকরা ফসল বোনার ক্ষেত্রে যদি কোনও দাবিদাওয়ার প্রশ্ন ওঠে, সেক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়া পরিস্থিতিতে বীমাকৃত ফসল বোনার ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ রয়েছে তা উপেক্ষা করলে ব্যয়ভার কৃষকদের বহন করতে হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ বীমাকৃত অর্থই তারা দাবি করতে পারবেন। ফসল তোলার পরবর্তী কালে কোনও ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে সরকার ব্যয়ভার বহন করে, সেক্ষেত্রে ফসল কাটা এবং তা গুদামজাত করাতে সর্বোচ্চ ১৪ দিনের সময়সীমাকে যুক্ত করা হয়।

স্থানীয়ভাবে কোনওরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে ব্যক্তিগত ফার্মভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির ব্যয়ভার বহন করা হয়। সেক্ষেত্রে স্থানীয় কারণকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শিলাবৃষ্টি, ভূমি ধস বা কোনও স্থান জলমগ্ন হলে নোটিফায়েড এলাকা থেকে কৃষিজমিকে যদি আলাদা করে চিহ্নিত করা না যায় তাহলে তা বীমার আওতায় আসে।

২০২৩-২৪ –এ যে বিপুল পরিমাণ এলাকা ও কৃষক এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন, যা এক সর্বকালীন রেকর্ড। কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির আবেদনের নিরিখেও এই প্রকল্প বিশ্বজুড়ে বৃহত্তম। কিছু কিছু রাজ্য সরকার অবশ্য কৃষকদের বীমার প্রিমিয়ামের টাকা নিজেরাই দিয়ে থাকে।

নিজের ইচ্ছাতে কৃষকরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তা সত্ত্বেও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ঋণ গ্রহণ না করা কৃষকের সংখ্যাও ২০২৩-২৪ –এর হিসেবে প্রায় ৫৫ শতাংশ। যার থেকে বোঝা যায় এই প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা কতখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পিএমএফবিওয়াই এখন পরবর্তী পর্বের দিকে পা বাড়াচ্ছে। ভারতের কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করতে এবং কৃষকদের ক্ষমতায়নে তা এক নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে।

সিনেমার খবর

‘মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আর ফেরা হবে না ঘরে’

সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা রয়েছে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের। সম্প্রতি ভাইপো আরহান খানের পডকাস্টে এক ভয়াবহ বিমানের যাত্রার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি।

সালমান জানিয়েছেন, একবার শ্রীলঙ্কায় একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে দেশে ফেরার পথে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তিনি। সঙ্গে ছিলেন ভাই সোহেল খান, অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিন্‌হা এবং সোনাক্ষীর মা।

মাঝ আকাশে শুরু হয় তীব্র ঝাঁকুনি। প্রথমে স্বাভাবিক মনে হলেও ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপ নেয় পরিস্থিতি। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলতে থাকা ঝাঁকুনিতে বিমানের যাত্রীরা আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েন।

এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতেও অবিচল ছিলেন সোহেল খান। সালমান জানান, চারপাশে যখন সবাই আতঙ্কে ছিলেন, তখন সোহেল নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলেন! কিন্তু ভয় পেয়েছিলেন স্বয়ং সালমান নিজেও।

তিনি বলেন, বিমানসেবিকারা তখন প্রার্থনা করছিলেন, এমনকি বিমানচালককেও চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সাধারণত তারা শান্ত থাকেন, কিন্তু অক্সিজেন মাস্ক নেমে আসার পর মনে হলো, এ তো শুধু সিনেমাতেই দেখি!

কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও ফের শুরু হয় ঝাঁকুনি। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সকলেই শঙ্কিত ছিলেন। শেষমেশ বিমান নিরাপদে অবতরণ করলে সবার মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

শনিবার মুক্তি পেয়েছে সালমান খানের এই বহু প্রতীক্ষিত পডকাস্ট। কাকার মুখে এমন অভিজ্ঞতা শুনে বিস্মিত আরহানও।

প্রীতমের অফিসে চুরি : নেপথ্যে যিনি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নিজের অফিস থেকে ৪০ লাখ টাকা হারিয়েছেন ভারতের জনপ্রিয় সুরকার ও সংগীতশিল্পী প্রীতম চক্রবর্তী। আর এ ঘটনায় সন্দেহের তীর প্রীতমের অফিস সহকারীর দিকে। ইতোমধ্যে মুম্বাইয়ের মালাড থানায় চুরির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন প্রীতমের ম্যানেজার।

ইতোমধ্যে সেই অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে মালাড পুলিশ। জানা গেছে, ওই যুবকের নাম আশিস সায়াল।

জানা গেছে একটি কাজের জন্য এক প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে ওই ৪০ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল প্রীতমের স্টুডিওতে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে। সেই প্রযোজনা সংস্থার এক কর্তা প্রীতম চক্রবর্তীর মিউজিক স্টুডিওতে যান। এ সময় প্রীতমের ম্যানেজার বিনিত ছেড়াকে একটি ব্যাগে নগদ ৪০ লক্ষ টাকা দেন। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওই স্টুডিওর কর্মী আশিস সায়াল।

টাকা দেওয়ার পর প্রীতমের ম্যানেজার বিনিত ছেড়া নগদ টাকা গুনে একটি ট্রলি ব্যাগে ভরে রাখেন। এরপর সেই টাকার ট্রলি রেখে প্রীতমের বাড়িতে যান কিছু কাগজপত্রে তাকে সই করানোর জন্য। রাত সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে ফিরে এসে দেখেন ব্যাগটি নেই।

এরপর ম্যানেজার ছেড়া এ বিষয়ে আরেক সহকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, আশিস সায়াল টাকার ব্যাগটি নিয়ে যান আর বলেছিলেন- সেই ব্যাগ তিনি প্রীতমের বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।

এরপর জানা যায়, আশিস আর প্রীতমের বাড়িতে যাননি, এমনকি স্টুডিওতেও ফিরে আসেননি। এমনকি তাকে ফোনেও পাওয়া যায়নি।

হঠাৎ অসুস্থ রুক্মিণী, হাসপাতালে ভর্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

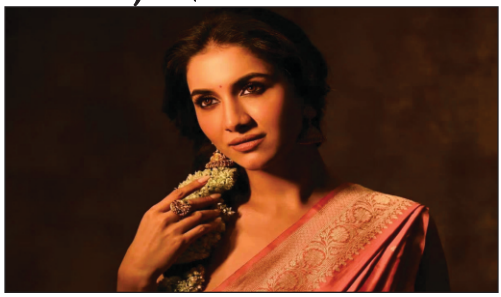

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। এতে করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি।

শনিবার রাতে নিজের অসুস্থতার কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জ্বরে ভুগছেন রুক্মিণী। অসুস্থতা নিয়েই দেব অভিনীত ‘খাদান’ সিনেমার ৫০ দিনের সাফল্য উদযাপনের এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। আর তাতেই শারীরিক অসুস্থতা বাড়তে শুরু করে রুক্মিণীর।

ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন রুক্মিণী। হাতে স্যালাইন লাগানো সেই ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, হাল ছাড়ছি না। লড়াই করছি।

জানা যায়, শারীরিক কিছু জটিলতা তৈরি হওয়ার কারণেই চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি হন রুক্মিণী। এই মুহূর্তে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সামাজিক মাধ্যমে তার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়লে অভিনেত্রীর পোস্টে দ্রুত তার আরোগ্য কামনা করেন পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়সহ অনুরাগীরা। দ্রুতই সুস্থ হয়ে শুটিংয়ে ফিরবেন অভিনেত্রী, এমনটাই আশা শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

নরকিয়ার পরিবর্তে দ. আফ্রিকা দলে ৩০ বছর বয়সী অলরাউন্ডার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আনরিখ নরকিয়ার পরিবর্তে নতুন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। হাইব্রিড মডেলে আয়োজিত এই আসরের জন্য ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলে পেসার নতুন একজন বোলিং অলরাউন্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে তারা। গত ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া করবিন বোশকে দলে নিয়েছে দলটি।

এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-এর জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোয়াড ঘোষণা করার কিছুদিন পরেই পিঠের চোটের কারণে ছিটকে যান নরকিয়া। রোববার তার বদলি খেলোয়াড়ের নাম জানায় প্রোটিয়াদের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

৩০ বছর বয়সি করবিন অভিষেক হওয়ার পর এখন পর্যন্ত মাত্র একটি ওয়ানডে ও একটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজেও অংশ নিচ্ছেন, যেখানে স্বাগতিক পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে কেবলমাত্র বুধবার পাকিস্তানের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে পারবেন তিনি।

এই অলরাউন্ডার ছাড়াও ১৮ বছর বয়সী কোয়েনা মাফাকাকে ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে দলে যুক্ত করা হয়েছে দলের সঙ্গে। যাতে কোনো খেলোয়াড় চোট পেলে তাকে মূল দলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া, দলের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাবেক পাকিস্তানি অলরাউন্ডার ইয়াসির আরাফাতকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দল:

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), করবিন বোশ, টনি ডি জর্জি, মার্কো ইয়ানসেন, হেনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, উইয়ান মুলডার, লুঙ্গি এনগিডি, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাবরাইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস এবং রাসি ফন ডার ডুসেন।

রিয়ালের নতুন চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ভিনির!

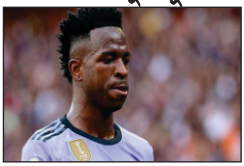

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের চুক্তি আছে ২০২৭ সাল পর্যন্ত। এখনো সামনে আড়াই বছর থাকলেও লস ব্লাঙ্কোসরা ভিনিকে নতুন করে চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে।

ওই প্রস্তাব নাকি রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সংবাদ মাধ্যম রেলেভো আরও জানিয়েছে, দুই সপ্তাহ আগে ভিনির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল রিয়াল বোর্ড। কিন্তু দুই পক্ষ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি।

কারণ হিসেবে সংবাদ মাধ্যমটি জানিয়েছে, ভিনিকে কম বেতনে চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। তিনি বর্তমানে লস ব্লাঙ্কোসদের থেকে ১৫ মিলিয়ন ইউরো বেতন পান। তার চেয়ে ডেভিড আলাবার বেতন ২ মিলিয়ন বেশি।

এসব কারণেই দুই পক্ষ সমঝোতায় আসতে পারেনি বলে উল্লেখ করেছে সংবাদ মাধ্যমটি। ভিনির সঙ্গে চুক্তি নবায়নে রিয়ালের তোড় জোড় করার কারণ আছে। ১ বিলিয়ন ইউরো রিলিজ ক্লজ থাকা ভিনির জন্য সৌদি প্রো লিগের ক্লাব ৩০০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছে। যে কারণে রিয়াল মাদ্রিদ তার সঙ্গে নতুন চুক্তি নবায়ন করে ওই গুঞ্জন থামিয়ে দিতে চায়। ভিনি রিয়ালের দেওয়া চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও আপাতত রিয়াল ছাড়ার ইচ্ছে নেই তারও। রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি মনে করেন, 'রিয়ালে খুবই খুশি ভিনি।'

এফএ কাপ থেকে চেলসির বিদায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার দৌড় থেকে অনেকটাই ছিটকে পড়েছে চেলসি। এবার এফএ কাপ থেকেও বিদায় নিতে হলো এনজো মারেস্কার দলকে। চতুর্থ রাউন্ডের লড়াইয়ে ব্রাইটনের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের দলটি।

আমেরিকান এক্সপ্রেস স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতেই আত্মঘাতী গোল হজম করে ব্রাইটন। মাত্র ৫ মিনিটে গোলরক্ষক বার্ট ভেরব্রুগেন ভুল করে কোল পালমারের ক্রস থেকে আসা বল নিজের জালে জড়িয়ে ফেলেন, এগিয়ে যায় চেলসি। তবে স্বাগতিকরা দ্রুতই ম্যাচে ফেরে। মাত্র ৭ মিনিট পর জর্জিনিও রুটারের দারুণ হেডে ১-১ সমতা আনে ব্রাইটন।

বিরতির আগেই চেলসির এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল, তবে কোল পালমার সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ব্রাইটন। ৫৭ মিনিটে জাপানি উইঙ্গার কাওরু মিতোমা চেলসির গোলরক্ষক রবার্ট সানচেজকে পরাস্ত করে গোল করলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ব্রাইটন। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ধরে রেখে স্বাগতিকরা জায়গা করে নেয় এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে।

গত ডিসেম্বর থেকে কোনো প্রতিযোগিতায় অ্যাওয়ে ম্যাচ জিততে পারেনি চেলসি। কোচ এনজো মারেস্কার প্রথম মৌসুমে ইউরোপা কনফারেন্স লিগই এখন একমাত্র সম্ভাব্য শিরোপার আশা হয়ে রয়েছে তাদের জন্য। ব্রাইটনের জয়ের পর দলের উইঙ্গার তারিক ল্যাম্পটি বলেন, 'এটা দারুণ যে সবাই একসঙ্গে লড়াই করেছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে খেলতে পেরেছি এবং পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছি।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR